মা-কে

অভিজিৎ মিত্র

মা ,

কি অদ্ভুত দ্যাখো , পাহাড়ি রাস্তায় বাসে করে ফিরতে ফিরতে মনে হল , তোমাকে একটা চিঠি লিখি । ওমনি বসে গেলাম । এই আধো বৃষ্টি , সাপের মত পেছল রাস্তা , মাঝে মাঝে মেঘ ভেঙে বেরিয়ে আসা সূর্যের মুখ , ঝোরা-ঝিরি , মোমবাতি গাছ , পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকা খাদ , সবুজ , খয়েরী , ধোঁয়াটে , নীল , দূরের লাইন টানা আকাশ , আস্তে বয়ে যাওয়া হাওয়া , মমতা , গায়ে হাত বুলোনো ভালোবাসা -- এসব দেখে তোমার কথাই মনে পড়ে গেল । সেই যে ছোটোবেলায় আমার জ্বর হলে তুমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আলতো মাথাটা ধুইয়ে দিতে আর জলের লাইনগুলো চুল আর মাথার খাদ ধরে বেরিয়ে এসে পিছলে পড়ে যেত নিচে রাখা বালতিতে । তুমি বলতে , মাথার এতো চুল , কুচিয়ে কেটে ফেলা উচিৎ । ভাবলেও হাসি পায় , আজ দ্যাখো , আমার মাথার চুল কমতে কমতে একদম পাতলা হয়ে গেছে , আর জ্বর হলে তুমিও পাশে থাকো না । যখন বাড়ি থেকে , তোমার থেকে , ১০০০ মাইল দূরে জ্বর নিয়ে এখন সন্ধেবেলায় একা একা শুয়ে থাকি , ভাবি , ভালোই হয়েছে তুমি নেই -- থাকলে ধুইয়ে দেবার ঘন চুল আর পেতে না । যাক , ওসব ছাড়ো । এই রাস্তায় যেতে যেতে একটা সুন্দর জিনিষ দেখলাম । পেছল রোদ । তুমি কখনো দেখেছো ? রাস্তার সাথে সাথে কিভাবে পিছলে একসময় খাদে পড়ে যায় ? মনে হচ্ছে রাস্তায় কেউ সর্ষের তেল ঢেলে দিয়েছে । বাস একটা স্টপে থামল । নামলাম । জুতো ভিজে গেছে । তাতেও সূর্যের ঝিলিক । এই দুপুর , এই যে রাস্তার লুপ , চশমার ওপাড়ে রামধনুর প্রিজ্‌ম , এক গাললাল পাহাড়ি মেয়ের হাসিমুখে আনারসের ঝুড়ি নিয়ে বসে থাকা -- একটা কবিতা শুনবে , মা ?

শরতে আকাশ লাগছে
রোঁয়াসবুজের সিঁড়িগুলো
কোথায় একটা মাতিআনা গন্ধ
মেয়ে পাতারা রোদ্দুর থেকে ক্লোরোফিল বেছে রাখবে

দুপুর
        মানে নেইবৃষ্টি ছাতায় তিনচার ফোঁটা পেছল রোদ্দুর
        জুতোর ওপর আনারসের টাটকা ইশারা
        ইশের সাড়ায় ভেসে যাচ্ছে লেকের ধারাপাত
                                        একটা বাঁকও
রাস্তা শেষ হবে না
বাঁকে আজ মিঠে হলদের
          পিকনিক বসেছে
                    মেঘের আগেই
দুপুর
      বল্লে একফালি এভাবের শিলং

হ্যাঁ , শিলং । অসাধারন শিলং । শিলং যাবার ঠিক আগেই , জানো , একটা লেক আছে । স্থানীয় মানুষরা তাকে বড়াপানি বলে, সবাই তার নাম জানে উমিয়াম , কিন্তু আমি নাম দিয়েছি মেঘা । তুমি কখনো এখানে এলে বুঝতে পারবে । বাসজার্নির সময় সে কখনো ঢেকে যায় , কখনো বেরিয়ে আসে , জলের প্রনীল সবুজ , পাহাড় আর পাহাড় । ঘন পাহাড়ের মাঝে নিশ্চই এক বিশাল দৈত্য তার হাতের পাঁচ আঙুল কোনো এক সময় হয়তো রেখেছিল , না হলে এতো সুন্দর একটা আঙুলের মত ছড়িয়ে থাকা লেক জন্মায় কি করে ! আমি মেঘার পাশ দিয়ে গেলেই ইচ্ছে হয় ওর ভেতর ডুব মারি , অথবা ডিসেম্বরের নির্জন এক বিকেলে যখন কোনো কাজ নেই শুধু ছুটি ছাড়া -- তখন ওর ভেতর একটা বোট নিয়ে ভেসে যাই , হাতে থাকুক ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি । এতো শান্ত , এতো যত্নশীল পাহাড়ের প্রতি -- মেঘাকে দেখলেই আমার শিলংয়ে একটা মেয়ের কথা মনে পড়ে যায় । সে নিজে সন্ধেবেলা চাকরি করে তার বয়স্ক বাবা-মা কে দ্যাখে , নিজের পড়ার খরচ চালায় ।সন্ধে থেকে রাত অব্দি কম্পিউটারে পাতার পর পাতা কম্পোজ আর মাঝরাত অব্দি টেবিলল্যাম্পের চড়া আলোয় পড়তে পড়তে তার চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে গ্যাছে , কিন্তু ভাবতে পারো মা , কি অসাধারন দৃঢ়তা তার চোখে-মুখে -- পড়াশুনো সে চালিয়ে যাবেই । পাখির মত মৃদু গলায় আমাকে সে এবার বলেছে , সে বড় হবেই , বড় তাকে হতেই হবে । এদের দেখলে আমার খুব ভালো লাগে । মনে হয় , আমাদের দেশে এইরকম মেয়ে আরো কেন জন্মায় না ! স্থানীয় ভাষায় উম মানে জল । জলের মত সহজ , আশ্রয়দাত্রী এই মেয়েটাকে দেখলেও

আমার তাই মনে হয় ওর নাম মেঘা-ই হওয়া উচিৎ । আরেকটা ছেলে আছে । সে সিলেটি ভাষায় খুব সুন্দর বলে , আমি আপনারে টুকাইয়া পাইতাসি না । আমি আপনারে একটা কবিতা দিলাইসিলাম । আপনি কি সেটা পড়সেন ? আমি ওর ভাষা শুনে খুব হাসি । কিন্তু ওর লেখায় একটা দারুন টান আছে । মাটির প্রতি টান । মানুষের প্রতি টান । মাটি আর মানুষের সম্পর্কের প্রতি টান । ছেলেটি সকাল থেকে সন্ধে অব্দি একটা সাধারণ চাকরি করে আর বাকি সময়টা তার নিজের জগতে চলে যায় , সেই জগতেই ওঠে বসে হাঁটে খায় ঘুমোয় আর লেখে ... কবিতা লেখে , মাটির গন্ধওয়ালা কবিতা । একে দেখলে আমার ঐ পাহাড়ি রাস্তাটার কথা মনে পড়ে যায় । যার চলা কোনোদিন শেষ হবে না । আমিও তো একজন অভিযাত্রী । কিন্তু কতক্ষণ ভাবি এভাবে ? কতক্ষণ সময় রাখি ভাবার , চাকরির ব্যস্ততার মাঝে ? তুমি তো জানো , আমার অফিসের জানলা খুলে দিলেই পাহাড়ের ওপর মেঘের সিল্যুয়েট , সারা বছর । তারাও তো আস্তে আস্তে গড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের ওপিঠে । কিন্তু ক'জন বৃষ্টি ঢালে? আজ এই বাসে করে যেতে যেতে , বাইরে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে আর জানলার কাঁচগুলো যখন অতীতের মত ঝাপসা হয়ে আসছে , মনে হচ্ছে এইসব কথা । মনে হচ্ছে প্রকৃতির মাঝে লুকিয়ে থাকা কবিতার কথা , মানুষের মাঝে লুকিয়ে থাকা কবিতার কথা । আর মনের জানলার কাঁচ তত ভিজে ভিজে উঠছে ।
এখানে এসেছিলাম একমুঠো অক্সিজেনের খোঁজে । পেয়ে গেলাম পুরো এক সিলিন্ডার । পুলিশ বাজারের মুখে ওঠার সময় দূরে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা পাহাড়গুলোর দিকে দৃষ্টি গেলে দেখেছি ওদের মাঝেও চঞ্চলতা , জীবনের চঞ্চলতা । হাওয়া দিলে সবুজ ঝোপগুলো কিভাবে নড়ে ওঠে । ওখান থেকে অনেক কবিতা পকেটে ভরেছি , ফিরে গিয়ে ড্রয়িংরুমে সাজিয়ে রাখব বলে । ভেবে দ্যাখো , এরপর এলে তোমরা দেখবে আমার ড্রয়িংরুমে টাটকা সবুজ বুনো গন্ধ । আমাকে গোল হয়ে ঘিরে তারা অন্তাক্ষরী খেলছে । আর আমার লাইনগুলো আরো পাতাশে , আমার নোটবুক আরো জীবনজিনে ভরে উঠছে । এরা বৃষ্টিও ঢালবে কথা দিয়েছে । টেকনোলজি নিয়ে আমরা অনেক বড় বড় কথা বলি , এরকম একটা ড্রয়িংরুম কবে আমরা বানাতে পারব বলো তো ? যেখানে ইচ্ছেগুলো বৃষ্টি হয়ে নামবে , গাছেরা অন্তাক্ষরী গাইবে আর আমরা চার দেওয়ালকে আকাশ ভেবে একসময় ঘুমিয়ে পড়ব শিশুর মত ? তুমি বলবে , আজ আমাকে কবিতায় পেয়েছে । সত্যিই পেয়েছে । যে কবিতার নাম প্রকৃতি । আচ্ছা , একটা দৃশ্য কল্পনা করো ।

একজন মুমূর্ষু মানুষ , নির্জন , নিঃশব্দ , নিরিবিলি ।
শুয়ে আছে একটা ধপধপে সাদা চাদর পাতা বিছানায় , একা ।
তার এক হাতের শিরা থেকে রক্ত বার করে নেওয়া হচ্ছে
আর অন্য হাতের ধমনী দিয়ে দেহে ঢোকানো হচ্ছে এক পাহাড়ি ঝোরার জল ।
স্বচ্ছ , সুন্দর , উচ্ছল জল ।
তার দেহ আরো ম্রিয়মান হয়ে আসছে
কিন্তু মুখে ভরে উঠছে একটা অদ্ভুত আনন্দ ।
সেই অনুভূতি তার প্রতি রোমকূপে
যা ছাড়িয়ে যাচ্ছে তার না-পাওয়া চাওয়াগুলো ।

দেখেছো , কত আবোলতাবোল , এলোমেলো লাগছে ভাবনাগুলো ! এবার ভাবো তো , ঐ মানুষটা আর কেউ নয় , তোমার ছেলে -- আমিই । দ্যাখো , এবার কিন্তু তুমি শিউরে উঠছ ।
হাঃ হাঃ ... ঘাবড়ে যেওনা , আমি এখনো বাসেই যাচ্ছি । এবং আমার দেহে পুরো পাঁচ লিটার রক্তই রয়েছে । আসলে, আমাদের ছোটো ছোটো আনন্দগুলো প্রকৃতি আর পরিবারের ভেতরেই লুকিয়ে থাকে । মানুষ আর প্রকৃতির ভেতর , মানুষ আর মানুষের ভেতরেই । জানিনা , কেন আমরা এটা বারবার ভুলে যাই ...
দেখেছো , আমি কত ভুলো হয়ে গেছি ! তোমাকে জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছি ... কেমন আছো , মা ?
ইতি --
বাবাই ।

২১।০৯।২০০৫